بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৫ চৈত্র ১৪১৫
২৯ মার্চ ২০০৯

বাণী

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় মাছ ইলিশ রক্ষার লক্ষ্যে 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০০৯' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

ইলিশ আমাদের জাতীয় সম্পদ। আবহমানকাল থেকে জাতীয় মাছ ইলিশ এদেশের মানুষের জীবন-জীবিকা এবং অর্থনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাণিজ আমিষ যোগানের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ইলিশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আজকের জাটকা আগামী দিনের পূর্ণাঙ্গ ইলিশ। জাটকা সংরক্ষণে তাই আমি মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সর্বস্তরের জনগণকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাই। আমি আশা করি ইলিশের বংশবিস্তারে 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০০৯' দেশব্যাপী ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

আমি 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০০৯' এর সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে জাটকা রক্ষা কর্মসূচি: প্রেক্ষিত ও সাফল্য

মোঃ রফিকুল ইসলাম
মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। একক প্রজাতি হিসেবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য সম্পদ। আবহমান কাল হতে এ মাছ আমিষজাতীয় খাদ্য সরবরাহ ও কর্মসংস্থানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মোট মৎস্য উৎপাদনে এ মাছের অবদান শতকরা প্রায় ১২ ভাগ। প্রায় ৫.০ লক্ষ লোক ইলিশ আহরণে সরাসরি নিয়োজিত এবং পরিবহন, বিক্রয়, জাল-নৌকা তৈরি, বরফ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, রপ্তানি ইত্যাদি কাজে প্রায় ২০-২৫ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত। ইলিশ একটি নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। এ মাছের টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধি নির্ভর করে জলজ পরিবেশ, প্রজনন সফলতা, জাটকা বাঁচার হার, বৃদ্ধির সুযোগ এবং আহরণমাত্রা বা মাছ ধরার পরিমাণের ওপর। দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে অধিকসংখ্যক লোকের এ মাছ ধরায় নিয়োজিত হওয়া, জাল-নৌকার সংখ্যা বৃদ্ধি ও যান্ত্রিকায়ন, অবৈধ কারেন্ট জালের ব্যবহার ইত্যাদি কারণে এ মাছের আহরণমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধিসহ অবাধে জাটকা ধরার কারণে চলতি দশকের শুরুতে এ মাছের উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল। এছাড়া বিভিন্ন নদ-নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস, গতিপথ পরিবর্তন, পলি ভরাট, ইত্যাদি কারণে প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র ধ্বংস এবং জলজ পরিবেশ দূষণের ফলে এ মাছের বিস্তৃতি ও উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ডিমওয়ালা মাছ রক্ষা, অবাধ প্রজনন সুবিধা সৃষ্টি, জাটকা সংরক্ষণ এবং মৎস্যজীবীদের আপদকালীন খাদ্য সহায়তা প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর হতে সমন্বিত জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জাটকা রক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাটকা রক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দ্রুত বর্ধনশীল জাটকা আহরণ বন্ধকরণ, জাটকা আহরণে নিয়োজিত মৎস্যজীবীদের আপদকালীন জীবিকা পরিচালনার জন্য খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে ইলিশ উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বৃদ্ধির মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস।

জাটকা রক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

- কার্যকরভাবে জাটকা নিধন রোধ করা;
- দ্রুত বর্ধনশীল জাটকা রক্ষা করে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি;
- অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইলিশ মাছ রক্ষা করে সফল প্রজননে সহায়তা করা ও জাটকার প্রাচুর্য বৃদ্ধি;
- অভয়াশ্রম এলাকায় সকল প্রকার মাছ রক্ষা করা এবং নদ-নদীর মাছের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি;
- জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের আর্থিক ও খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি অব্যাহত রাখা; এবং
- ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস।

জাটকা রক্ষা কর্মসূচির অধীনে পরিচালিত কার্যক্রম

- প্রজননক্ষেত্রে ডিমওয়ালা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ আইন বাস্তবায়ন;
- জাটকা নিধন রোধে প্রতি বছর নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত নদ-নদী, হাট বাজারে বিশেষ অভিযান/ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা;
- ইলিশ অভয়াশ্রমে মাছ ধরা নিষিদ্ধ আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন তথা অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা;
- মৎস্যজীবীদের খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- জাটকা রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি;
- জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদ্‌যাপন; এবং
- গবেষণার মাধ্যমে ফলাফল/অর্জিত সাফল্য নিরূপণ।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও বাস্তবায়ন কৌশল

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর প্রধান সংস্থা হিসেবে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। জাটকা রক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয়, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন টাস্কফোর্সে জেলা প্রশাসন, নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত আছেন।

জাটকা রক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুফল

বিগত ২০০৩-০৪ সালে জাটকা রক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে সমন্বিত ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা শুরু করা হয়েছে। বর্তমান মৌসুম এ কর্মসূচির ৬ষ্ঠ বছর। কর্মসূচি শুরুর পূর্ববর্তী ২০০২-০৩ সালে দেশে ইলিশের উৎপাদন ছিল ১.৯৯ লক্ষ মে. টন। বিগত ২০০৩-০৪ সালে জাটকা রক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৭-০৮ সালে ২.৯০ লক্ষ মে. টনে উন্নীত হয়েছে। জাটকা রক্ষা ও ইলিশ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে দেশে ইলিশের উৎপাদন বাৎসরিক ৩.০০ লক্ষ মে. টনে টেকসই পর্যায়ে অব্যাহত রাখা যাবে বলে আশা করা যায়। বিগত ৫ বছরে জাটকা রক্ষা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে দেশে সর্বমোট ৩.৮৪ লক্ষ মে. টন অতিরিক্ত ইলিশ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রতি কেজি ২০০.০০ টাকা হিসেবে প্রায় ৭,৬৮০ কোটি টাকা।

ইলিশ আহরণে নিয়োজিত মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ীগণ এ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ সুফলভোগী। এ সম্পদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রত্যক্ষ সুফলভোগীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। তাঁদেরকে নিবিড়ভাবে ইলিশ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রা বিশ্লেষণ, বিদ্যমান সম্পদ চিহ্নিত করা এবং দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সংগতি রেখে দীর্ঘমেয়াদে বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইলিশের উৎপাদন জলজ পরিবেশ ও নদ-নদীতে পানি প্রবাহের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের জলজ পরিবেশের ক্রমশঃ পরিবর্তন হচ্ছে। সম্প্রসারিত শিল্পায়ন ও কলকারখানার বর্জ্য যথাযথভাবে দূষণমুক্তকরণের ব্যবস্থা না করে নদীতে ফেলার কারণে দেশের জলজ পরিবেশ ক্রমাগতভাবে দূষিত হচ্ছে। ফলে ইলিশসহ দেশের অন্যান্য মৎস্য সম্পদের জন্য হুমকি সৃষ্টি হচ্ছে। দেশের সব ক্ষেত্রের সুষম উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। এ লক্ষ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ বৃদ্ধিসহ সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইলিশ মাছের অবদান ও গুরুত্ব বিবেচনা করে এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে ধারাবাহিকভাবে এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন আরো জোরদার করতে হবে।

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ

জাটকা রক্ষা কর্মসূচি আরও অর্থবহ ও বেগবান করার লক্ষ্যে বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও পালন করা হচ্ছে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০০৯। এ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে– জাটকা রক্ষা ও ইলিশসম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে গণমানুষ বিশেষ করে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ও ইলিশের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ী, আড়তদার ও দাদনদারদের সচেতন করে তোলা এবং ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়া।

সপ্তাহব্যাপী জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপনকল্পে কেন্দ্রীয়ভাবে ও মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচি পালন করা হবে। এবছরের জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহের প্রতিপাদ্য হচ্ছে-

জাটকা রক্ষায় অংশ নিন
বদলে যাবে জেলের দিন

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০০৯ উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে আমরা আশাকরি দেশের সর্বস্তরের মানুষ ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে জাটকা রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত ও সচেতন হবেন। মৎস্যজীবীসহ ইলিশ সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবসায়ীমহল জাটকা রক্ষা সংক্রান্ত আইন মেনে চলায় সচেষ্ট হবেন এবং দেশের অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫ চৈত্র ১৪১৫
২৯ মার্চ ২০০৯

বাণী

আজ ২৯শে মার্চ থেকে ৪ঠা এপ্রিল পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০০৯ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি।

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। জাতীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও আমিষজাতীয় খাদ্য সরবরাহে ইলিশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের জাটকাই আগামী দিনের পূর্ণাঙ্গ ইলিশ। তাই ইলিশের উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ করা অতি জরুরি।

এ প্রেক্ষিতে জাতীয়ভাবে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০০৯ উদ্‌যাপন একটি কার্যকর পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'জাটকা রক্ষায় অংশ নিন, বদলে যাবে জেলের দিন' এই শ্লোগান সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

জাটকা সংরক্ষণের মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার কাজে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০০৯ এর সফলতা কামনা করি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় ইলিশ যৌক্তিক কারণে আমাদের জাতীয় মাছ। উৎপাদন ও আহরণের পরিমাণ বিবেচনায় একক প্রজাতি হিসেবে এ মাছ সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে এককভাবে ইলিশের অবদান শতকরা প্রায় ১২ ভাগ। ফলে কর্মসংস্থানসহ দারিদ্র্য বিমোচন ও জাতীয় অর্থনীতিতে এ প্রজাতির অবদান নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিককালে দেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ইলিশের উৎপাদন আশংকাজনকভাবে হ্রাস পায়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, ইলিশ মাছের অতি আহরণ, অধিক মাত্রায় জাটকা আহরণের কারণে দেশে ইলিশ মাছের প্রাপ্যতা বহুলাংশে কমে যাওয়ায় আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় এ মাছ এক দুর্লভ বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। আজকের ছোট ইলিশ যা জাটকা নামে পরিচিত, সেটাই আগামী দিনে আমাদের সকলের অতি প্রিয় বড় ইলিশ। দেশে ইলিশ উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জাতীয়ভাবে গ্রহণ করা হয় জাটকা রক্ষা কর্মসূচি। ধারাবাহিকভাবে বিগত কয়েক বছর যাবৎ জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইলিশ উৎপাদনে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, দেশে ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ২.৯০ লক্ষ টনে উন্নীত হয়। উৎপাদনের এই ধারা বজায় রেখে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব।

জাটকা সংরক্ষণ এবং ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও সরকার নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। গৃহীত এসব কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশব্যাপী ২৯ মার্চ থেকে ০৪ এপ্রিল জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০০৯ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং আপামর জনগণ– বিশেষ করে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। আপনাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০০৯ সফল ও স্বার্থক হয়ে উঠবে– এটাই আমার প্রত্যাশা।

মোঃ আবদুল লতিফ বিশ্বাস, এমপি

সচিব
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। এ মাছের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাদ, গন্ধ ও খাদ্যমান একে বাঙালি সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। অনাদিকাল থেকেই আমাদের জাতীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও আমিষ সরবরাহে এ মাছ অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের মধ্যে একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ।

আজকের জাটকাই আগামী দিনের বড় ইলিশ। অতীতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে ইলিশের উৎপাদন ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেতে থাকে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ এবং দেশের মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার ২০০৩-০৪ সাল থেকে জাটকা রক্ষায় সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করে। বিগত পাঁচ বছর এ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ইলিশ উৎপাদনে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। জাটকা রক্ষা কর্মসূচিকে আরও অর্থবহ ও বেগবান করার লক্ষ্যে বিগত বছরের ন্যায় চলতি বছর ২৯ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল ২০০৯ পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০০৯ উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আপামর জনগণ, বিশেষভাবে মৎস্যজীবী, স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি এ সপ্তাহের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

মোঃ শাহ্ আলম

ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য করণীয়

ড. জি. সি. হালদার
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ইলিশ বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর

পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে ক্রমাগতভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ জলায়তন সংকুচিত হওয়া এবং জলজ পরিবেশ দূষণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন হ্রাসের অন্যতম কারণ। এসব প্রতিকূলতার মধ্যেও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করে নদ-নদী মোহনা এবং সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত অভিপ্রায়নশীল ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ইলিশের উৎপাদন ধারা ও সহনশীল উৎপাদন মাত্রা

বিগত ১৯৮৩-৮৪ সাল হতে দেশে ইলিশ উৎপাদনের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। উক্ত সালে দেশে সর্বমোট ইলিশ উৎপাদন ছিল ১.৪৬ লক্ষ মে. টন। চলতি দশকের শুরুতে ইলিশের উৎপাদন ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। ২০০২-০৩ সালে ইলিশের উৎপাদন ছিল ১.৯৯ লক্ষ মে. টন। দেশের ইলিশ সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার ২০০৩-০৪ সাল থেকে জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করে। উক্ত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ইলিশের উৎপাদন ২০০৩-০৪ সালে ২.৫৬ লক্ষ মে. টন, ২০০৪-০৫ সালে ২.৭৬ লক্ষ মে. টন, ২০০৫-০৬ সালে ২.৭৭ লক্ষ মে. টন, ২০০৬-০৭ সালে ২.৮০ লক্ষ মে. টন এবং ২০০৭-০৮ সালে ২.৯০ লক্ষ মে. টনে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। ইলিশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাত্রা বর্তমান পর্যায়ে চলমান থাকলে ৩.০ লক্ষ মে. টন সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রা বিবেচনা করা যেতে পারে।

জাটকা, ইলিশ অভয়াশ্রম এবং ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণের ফলে ইলিশ উৎপাদনে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণের ফলে প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা ইলিশ অধিক পরিমাণ ডিম ছাড়ার সুযোগ পেয়েছে, ফলে নদ-নদীতে জাটকার প্রাচুর্য বেড়েছে। বাজারে ইলিশের সরবরাহও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য করণীয়

ইলিশ উৎপাদন ৩.০ লক্ষ মে. টন সহনশীলভাবে বজায় রাখার জন্য বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন কাজসমূহ চলমান রাখাসহ আরও জোরদার করা প্রয়োজন; বিশেষভাবে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি জাটকা নিধন কার্যকরভাবে রোধ এবং ভরা প্রজনন মৌসুমে ১০ দিনের পরিবর্তে ১৫ দিন ডিমওয়ালা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ করা। প্রাকৃতিকভাবে ছোট আকারের ইলিশ প্রতিপালন করে জালের ফাঁসের আকার নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট আকার পর্যন্ত বাছাই করে মাছ ধরা হলে সারা বছর-ব্যাপী জাটকা আহরণ বন্ধ থাকবে। ইলিশ মাছ ধরার সর্বনিম্ন আকার ২৫ সে.মি. পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা হলে উৎপাদন ৪.০-৫.০ লক্ষ মে. টন এবং ৩০ সে.মি. নির্ধারণ করা হলে ৫.০-৬.০ লক্ষ মে. টন পর্যন্ত আগামী ৫-১০ বৎসরে উন্নীত করা সম্ভব হবে। উক্ত পরিমাণ উৎপাদন সহনশীল করার জন্য ইলিশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনার অন্যান্য কাজ যেমন এ মাছের অভ্যন্তরীণ আবাসস্থল উন্নয়ন ও দূষণ মুক্ত রাখা, অতি আহরণমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, ইলিশ আহরণ পরিসংখ্যান উন্নয়ন, সমুদ্র এলাকায় Surveillance and Monitoring System প্রবর্তন এবং ইলিশ সংরক্ষণ আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। জলজ পরিবেশ দূষণরোধে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগীতা জোরদার এবং পরিবহন ও বাজারজাতকরণ পদ্ধতির উন্নয়ন, প্রোডাক্ট তৈরি ও মূল্য সংযোজন ইত্যাদি কাজ বাস্তবায়ন করা হলে জেলেদের আয় বৃদ্ধিসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে এবং মৎস্য খাতের জাতীয় আয়, ইলিশ রপ্তানি হতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন অনেক বৃদ্ধি পাবে। আঞ্চলিক সহযোগীতা জোরদার করার জন্য ভারত, মায়ানমার, বাংলাদেশ ত্রিদেশীয় কমিশনও গঠন করা যেতে পারে।

সৌজন্যে: STRENGTHENING INSTITUTIONAL CAPACITY OF DOF PROJECT
ASPS II : DoF- DANIDA